যুগান্তর

16 APR 2012
৪

স্কুলে অনুমোদনহীন বই

দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে

সরকারের ঠিক করে দেয়া সিলেবাস ও পাঠ্যক্রম থাকার পরও বিভিন্ন স্কুল-কলেজে অনুমোদনহীন বই পড়ানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, অনুমোদনহীন বই পাঠ্য তালিকায় ঢোকানোর পেছনে 'জোরপূর্বক' বিক্রি ও কমিশন বাণিজ্যের শুভঙ্করের ফাঁকিটাই মূল উদ্দেশ্য। যুগান্তরের এক খবরে বলা হয়, কেবল রাজধানী ঢাকাতেই নয়, সারা দেশে বিভিন্ন উপজেলায় শিক্ষক সমিতি, স্কুল পরিচালনা বোর্ড ও লেখক-প্রকাশকদের যোগসাজশে একাধিক পাঠ্যবহির্ভূত বই পড়ানো হচ্ছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত পয়সা ব্যয় করে অপ্রয়োজনীয় বই কিনতে হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাঁধে বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। বলাবাহুল্য, বইয়ের ভারে স্কুলে যাওয়াই নিরানন্দ হয়ে পড়ছে শিশুদের কাছে। শিউরে ওঠার মতো তথ্য, ইংলিশ ভার্সনে ক্লাস ওয়ানে সরকার তিনটি বই পড়াতে বললেও মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে ১২টি বই পড়ানো হচ্ছে।

জানা গেছে, বিভিন্ন প্রকাশনীর বই তালিকাভুক্তির বিনিময়ে শিক্ষক প্রতি এক হাজার ও স্কুল প্রতি ২০ হাজার টাকা উৎকোচ হিসেবে দেয়া হয়। অপ্রয়োজনীয় বই অতিরিক্ত দামে বিক্রি করে ছাত্রদের কাছ থেকেই যে এসব টাকা আদায় করা হয় তা সহজেই অনুমেয়। এছাড়া অনেক স্কুলমালিক বিক্রির জন্য নিজেদের লেখা বই তালিকাভুক্ত করে থাকে। আমরা মনে করি, শিক্ষাকে অধিকারের বিপরীতে পণ্য বানিয়ে ফেলা শিক্ষক, স্কুল কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট সবার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক সাজার ব্যবস্থা না নেয়ার বিকল্প নেই। নোট-গাইডবই ও শিশুদের ব্যাগ ভারি করা সম্পর্কে সরকারের নীতিমালা ও উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক সবকিছু চলছে কিনা তা খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা করতে হবে এনসিটিবি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সবাইকে। কেবল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে দায়সারা দায়িত্ব পালন করে এ সমস্যার সমাধান আশা করা যায় না।

পাঠ্যক্রমের বাইরের যেসব বই তালিকাভুক্ত করা হয় তার বেশিরভাগই ব্যাকরণ, রচনা ও ইংরেজি গ্রামারসংশ্লিষ্ট। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি সরকারি পাঠ্যক্রমবহির্ভূত বই পড়ানোর তালিকা করে দেয়। কেবল শিক্ষক-প্রকাশকদের কমিশনের অতিরিক্ত এসব বইয়ের যে কোনো উপকারিতা নেই তা আমাদের ছাত্রদের ব্যাকরণ ও ইংরেজির দক্ষতার মান থেকেই স্পষ্ট। শিক্ষকদের এটা অজানা নয়, এনসিটিবির অনুমোদন ছাড়া কোনো বই পড়ানো বা বুকলিস্ট তৈরি করা নিষিদ্ধ। এ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে যারা বিভিন্ন বই পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করছে, জাতীয় স্বার্থে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। পরস্পরবিরোধী বই শিক্ষার্থীদের মনন গঠনে প্রভাব ফেলে। তাই আমাদের মতো বহুধাবিভক্ত মত-পথের দেশে অনুমোদনহীন বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানোর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপই কাম্য।